খোন্দকার নজরুল ইসলাম

ভূমি রেকর্ড কমপিউটারায়নে "পাটওয়ারী" সিস্টেমের সাফল্য

আমাদের দেশে জমি সংক্রান্ত কাজ কর্মে যেমন মিউটেশন করানো, মালিকানা বদলানো বা কোন জমির খাজনা সংক্রান্ত সমকালীন তথ্য সংগ্রহের অভিজ্ঞতা যার একবার হয়েছে তিনি জানেন কাজগুলো কেসন জটিল ও সময় সাপেক্ষ। অন্যদিকে সরকারী পর্যায়ে যখন ভূমি উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয় তখন দরকার হয় জমি সংক্রান্ত নানা তথ্য। কিন্তু তখন যে তথ্যগুলো পাওয়া যায় দেখা যায় সেগুলো কম করে এক দশকের পুরোনো। ফলে পরিকল্পনা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী থাকে। আধুনিক কমপিউটার প্রযুক্তি পারে এ অবস্থার অবস্থান ঘটাতে। এব্যাপারে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত ইতিমধ্যে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। তাদের বিভিন্ন প্রদেশে এ ব্যাপারে কাজ চলছে। তবে এব্যাপারে উড়িষ্যার কাজের ধরনটি আলাদা। আমরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহন করতে পারি। একথা মনে রেখে তাদের অভিজ্ঞতার কথা আলোচনার প্রচেষ্টা করা হল।

অন্যান্য সমস্ত স্থানের মত ভারতেও জমির চলতি তথ্যাবলী (up-to-date land records) প্রত্যেক স্বতন্ত্র জমির মালিক ও কৃষকের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডেও এই সমস্ত তথ্যাবলীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই গুরুত্বের কথা মনে রেখেই ভারত সরকার সম্প্রতি জমি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যাবলী কমপিউটারায়নের একটি উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে সাতটি প্রদেশের সাতটি জেলাকে এ ব্যাপারে একটি পাইলট পরিকল্পনার অধীনে আনা হয়েছে।

বিভিন্ন প্রদেশ তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আলাদা আলাদা ভাবে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। উড়িষ্যা এই সমস্ত প্রদেশগুলোর একটি। তবে যে পরিকল্পনা অনুযায়ী উড়িষ্যা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তার ধরন বেশ ক্ষানিকটা আলাদা। 'উড়িষ্যা কমপিউটার এ্যাপ্লিকেশন সেন্টার' (ওসিএসি) এটির পুরো পরিকল্পনাটি প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সমস্ত কিছুর দায়িত্ব নিয়েছে।

প্রথমে প্রদেশের কটক জেলাকে মনোনীত করা হলেও পরবর্তীতে ময়ুর ভঞ্জ জেলাকে প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন করা হয়। প্রাথমিকভাবে আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে জমির মালিকানা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যাবলী, স্বত্ব ও অধিকার ইংরেজীতেই প্রক্রিয়াকরণ করা হবে কিন্তু পরে এই সিদ্ধান্তও বদলানো হয়। সমস্যার বিশ্লেষণ করে ওসিএসি সিদ্ধান্ত নেয় আঞ্চলিক ওড়িয়া ভাষাই জমি সংক্রান্ত তথ্যাবলী কমপিউটারায়নের জন্যে সবচেয়ে উপযোগী।

জমিজমা রেকর্ড করার যে পদ্ধতি বর্তমানে চালু রয়েছে এবং যা কোনরূপ কমপিউটার ব্যবহার না করেই করা হয় তাতে প্রত্যেক জেলার, প্রত্যেক গ্রামের প্রতি খণ্ড জমির বিস্তারিত হিসাব রাখা হয়।

জমির বিস্তারিত তথ্যাবলীর মধ্যে রয়েছে (১) জমির ধরন (type); (২) মালিকানা (একক/যৌথ) ; (৩) শস্য ফলনের ধরন (Pattern) ; (৪) চাষযোগ্য/আবাদ যোগ্য/আবাসিক জমি ; (৫) জমির পরিচিতি মুলক কোন নম্বর (plot no.); (৬) জমির কর/খাজনা ইত্যাদি। এই সমস্ত তথ্যের উপরে ভিত্তি করে বিভিন্ন ফাইল খোলা হয় এবং সেগুলো পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়। জমির তথ্যাবলী বিভিন্ন স্তরে সংরক্ষিত হয় যেমন রাজস্ব ইন্সপেক্টর সার্কেল স্তর, তহশীল স্তর এবং জেলা পর্যায়ের স্তর। প্রত্যেক রাজস্ব সার্কেলের অধীনে কিছু গ্রাম থাকে এবং সেখানে প্রতি গ্রামের জমিজমা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলী সংরক্ষণ করা হয়। তহশীল স্তরে, ঐ রাজস্ব সার্কেলের অধীনে প্রতিটি গ্রামের জমি জমা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।

একটি জমিখণ্ডের মূল কাগজ পত্রের মধ্যে প্রধান হচ্ছে জমির স্বত্ব বা মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য। একে বলা হয় 'খতিয়ান'। সেটেলমেন্টের কাজের সময় সমস্ত জমির জমার 'খতিয়ান' তৈরী করা হয়। এই খতিয়ানের একটি কপি দেয়া হয় জমির মালিককে আরেকটি দেয়া হয় ঐ জমি খণ্ড যে তহশীলের অধীনে তার তহশীলদারকে, আরেকটি কপি দেয়া হয় রাজস্ব সার্কেলের অফিসে এবং শেষ কপিটি জেলার রেকর্ড রুমে রাখা হয়। সাধারণভাবে সেটেলমেন্টের কাজ তিরিশ থেকে চল্লিশ বৎসর পর পর হয় এবং একবারের কাজ শেষ হতে প্রায় বছর দশেক সময় নেয়। এ কারণে একবার সেটেলমেন্টের কাজ হয়ে যাওয়ার পরে পরবর্তী সেটেলমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত জমিজমা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর কোন পরিবর্তন সাধিত হলে তা কেবল রাজস্ব সার্কেলের অফিস ও তহশীল অফিসেই কার্যকর করা হয়। জমির মালিকও অবশ্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফীস প্রদান করে তার জমির পরিবর্তিত দলিল পত্র সংগ্রহ করতে পারেন। পরিস্থিতির পরিবর্তন হেতু জমি সংক্রান্ত যে কোন তথ্য যেকোন সময় পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে। যেমন জমির অধিকরণ (acquisition), বিক্রয় বা হস্তান্তর, অথবা চাষাবাদ যোগ্য জমির সম্প্রসারণ বা সংকোচন বা জমির ভাগ ইত্যাদি নানা কারণে প্রতিখণ্ড জমির তথ্যাবলী নিয়ত পরিবর্তনশীল। কৃষক বা জমির মালিকরা প্রয়োজন বোধে এ সমস্ত তথ্য দেশের আইনানুযায়ী সময় সময় সংশোধন করার জন্য উদ্যোগী হন। অনেক সরকারী নির্দেশেও জমি সংক্রান্ত তথ্যাবলী বদলানোর প্রয়োজন পড়ে। এই সমস্ত পরিবর্তন দরকার হলে দেশের প্রচলিত আইনানুসারে 'তহশীল' স্তরে মিউটেশন (mutation) প্রক্রিয়া চালু হয়। তহশীল অফিসের রেকর্ড রক্ষণকারী তহশীলদারের পক্ষে তথ্যাবলীর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করেন। জমির স্বত্ব সংক্রান্ত তথ্য একই ভাবে রাজস্ব সার্কেলেও পরিবর্তন করা হয়। সরকারকে প্রদেয় কিছু ফীর পরিবর্তে জমির মালিক পরিবর্তিত রেকর্ডের একটি কপি পান।

যেহেতু পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে মানুষের শ্রমের উপর নির্ভরশীল, সে কারণে এ ধরনের পরিবর্তনে প্রচুর সময় ব্যয় হয়। এরপরেও পঁচিশ/তিরিশ বছর পরপর যখন সেটেলমেন্ট হয় তখন দেখা যায় বেশীর ভাগ রেকর্ডই অনেক বছরের পুরোনো। এছাড়া এই পুরোপুরি হাতে করা কাজে বেশ ভুলের সম্ভাবনা থাকে। আর যদি কখনো জমি সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঘেটে কোন রিপোর্ট তৈরী করার দরকার পড়ে যেমন কোন জেলায় ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা কত বা কোন জেলার উচ্চ ফলনশীল জমির পরিমাণ কোন অঞ্চলে বেশী — তাহলে সেটা হয়ে উঠে জটিল, শ্রম সাপেক্ষ এবং সময় সাপেক্ষ।

ভারতে উড়িষ্যা বাদে অন্যান্য প্রদেশেও জমি-জমা সংক্রান্ত তথ্যাবলী কেন্দ্রীয় ভাবে কমপিউটারে ঢোকানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। ডাটা এন্ট্রির কাজ সেখানে করার কথা কিছুটা রাজস্ব বিভাগের এবং কিছুটা চুক্তিবদ্ধ ডাটা-এন্ট্রি অপারেটরদের। কিন্তু উড়িষ্যার পরিকল্পনা একদম আলাদা। প্রথম থেকেই সেখানে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে যে প্রতিটি তহশীল স্তরে কমপিউটারের ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রতি তহশীল স্তরেই ডাটা এন্ট্রি হবে। এই পরিকল্পনার অন্যান্য অংশের মধ্যে আরো রয়েছে:

(১) জমি জমা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী উড়িয়া ভাষায় সংরক্ষণ করা।

(২) জেলা পর্যায়ে একটি কেন্দ্রীয় কমপিউটারের ব্যবস্থা করে পুরো জেলার বিভিন্ন তহশীলে এন্ট্রিকৃত বিভিন্ন তথ্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করা ও জমি-জমা সংক্রান্ত যে কোন তথ্যের উপরে ভিত্তি করে যে কোন সময়ে যে কোন প্রয়োজনীয় রিপোর্ট তৈরী করা।

(৩) জমিজমা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর পরিবর্তন সাধন সহজে করা এবং একই সাথে সমস্ত জায়গায় তথ্যাবলীর পরিবর্তনের একটি নিয়ত প্রক্রিয়া চালু করা। এর ফলে জমির মালিকানা পরিবর্তনের সাথে সাথে জমি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর যে অফিসে যা পরিবর্তন হওয়া দরকার তা হয়ে যাবে।

প্রজেক্টের আরম্ভেই ওসিএসি ঠিক করে যে তারা এ ব্যাপারে কমপিউটার প্রস্তুতকারী/ভেণ্ডারদের উৎসাহী করে তুলবেন যাতে তাদের কাছে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার এবং সার্ভিস পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ভেণ্ডরদের আহবান করা হয় জি আই এস টি টেকনোলজীর হার্ডওয়্যার সিঙ্গল ও মাল্টি-ইউজার মোডে প্রদর্শন (demonstration) করার জন্যে। (GIST- Graphic based International Script Tech-

nology), এই প্রযুক্তিটি সর্বপ্রথম ভারতের কানপুরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজীতে উদ্ভাবন করা হয়। আইবিএম বা কমপাটিবল পিসিতে প্লাগ করে লাগানো যায় এমন একটি জিআইএসটি কার্ড পাওয়া যায়। এটা ব্যবহার করে ইংরেজীতে লেখা সকল সফটওয়্যারে ভারতীয় ভাষাসমূহের সাথে ব্যবহার করা যায়। অনেক নামকরা কমপিউটার সংস্থা এতে অংশগ্রহন করেন।এদের মাঝ থেকে ওসিএসি একটি জিআই এসটি কার্ড সংগ্রহ করেন এবং প্রজেক্টের পরবর্তী প্রয়োজনীয় কাজ — সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট শুরু করেন। ওসিএসি আভ্যন্তরীণভাবে নতুন জিআইএসটি টেকনোলজী সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে। সিঙ্গল-ইউজার মোডে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বর্তমানে শেষ। মাল্টি ইউজার ভার্সনের কাজ এগিয়ে চলেছে এবং এ ব্যাপারে ওসিএসি এবং সিডিএসি একসাথে কাজ করছে।

ওসিএসি ঠিক করেছেন যে প্রিন্ট আউটের জন্যে চব্বিশ পিনের ডট-ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার ব্যবহার করা হবে। দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে কম দামে এ ধরনের প্রিন্টার সংগ্রহ করার একটি প্রজেক্ট ওসিএসি আলাদাভাবে হাতে নিয়েছে। তবে ডাটা-এন্ট্রির সময় এগুলো ঠিকভাবে জমা হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্যে যে বিপুল পরিমাণ প্রিন্ট আউটের দরকার হবে তার জন্যে 'লিপিকা ডাটা সিস্টেম'-কে ঠিক করা হয়েছে। তারা একাজে নয়-পিনের ডট-ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারই ব্যবহার করবেন।

সফট-ওয়্যারটি তৈরী করা হয়েছে এমনভাবে যাতে এটি খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়। এটি একটি মেনু ড্রিভেন (menu driven) সফটওয়্যার। এতে ইউজার ইনপুট স্ক্রীন/কোয়্যারী বা এডিটিং স্ক্রীন এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে ব্যবহারকারীরা ভূমির স্বত্ব ও অধিকার রেকর্ড সমূহের সাথে সহজেই এর সরাসরি সম্পর্ক খুঁজে পান। প্রোগ্রামটি চালান যাতে সহজতর হয় সেকারণে এর প্রতিটি স্তরেই রয়েছে সাহায্য/উপদেশের ব্যবস্থা আছে। কোন সময়ে কি করতে হবে তা প্রোগ্রামের কাছ থেকেই জানা যাবে। তথ্য যাতে দ্রুত এবং নির্ভুল ভাবে কমপিউটারে জমা করা যায় সেজন্যে এই সফট ওয়্যারে ডাইনামিক ডিক্সধারী কনসেপট ব্যবহার করা হয়েছে। তহশীল স্তরে প্রত্যেক তহশীল অফিসে কমপিউটার সংস্থাপন (install) করা হবে। এ সমস্ত কমপিউটারে জমি-জমা সম্পর্কিত যাবতীয় সমকালীন তথ্য(current records) ঢুকানো হবে বা সময় ও প্রয়োজনানুযায়ী জমাকৃত (stored) উপাত্তের পরিবর্তন সাধন করা হবে। তহশীল স্তরে কোন তথ্যের পরিবর্তন সাধন হলে তা একই সাথে রেভিনিউ সার্কেল ও জেলা অফিসেও প্রয়োগকৃত (implemented) হবে। এছাড়াও এসব কমপিউটারে জমি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের বিশ্লেষণ করা হবে এবং এভাবে নেওয়া বিশ্লেষিত তথ্য ঐ অঞ্চলে উন্নয়ন পরিকল্পনায় কাজে লাগানো হবে। স্বত্ব সম্পর্কিত কোন তথ্য পরিবর্তিত হলে সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্তিত স্বত্ব এবং অধিকার রেকর্ডসমূহ, তহশীল অফিস, রাজস্ব সার্কেল অফিস ও জেলা অফিসের জন্যে তৈরী হয়ে যাবে। এসমস্ত উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখেই ওসিএসি পুরো প্রজেক্টটির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সাধন করেছে এবং পুরোপুরি না হলেও অনেকাংশে এটি চালু করেছেন। এই নতুন কমপিউটারাইজড জমির হিসাবের সিস্টেমটির নাম রাখা হয়েছে "পাটওয়ারী।"

পুরো সিস্টেমটির মূলে যারা কাজ করবেন তারা হচ্ছেন স্থানীয় জমির মালিকগণ ও রাজস্ব সার্কেলের পরিদর্শকগণ। তাদের কাছে কাজ করবার জন্যে তাদের নিজের ভাষাই সবচেয়ে সহজ হবে। একথা মনে রেখেই পুরো সিস্টেমটি তৈরী করা হয়েছে উড়িয়া ভাষায়। এই সিস্টেমের আরেকটি বৈশিষ্ট হচ্ছে যে কমপিউটারে স্বত্ব ও অধিকার রেকর্ডসমূহ থেকে সরাসরি তথ্য জমা করা হবে।এর মাঝে স্বত্ব ও অধিকার রেকর্ডসমূহ সমস্ত অন্য কোন আঙ্কিক (Format) বা ভাষাতে (ইংরেজীতেও নয়) পুনঃ লিখনের কোন প্রয়োজন নেই। ডাটা-এন্ট্রির পর্দা এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে তা দেখতে হুবহু প্রচলিত স্বত্ব ও অধিকার রেকর্ডসমূহের মত লাগবে। একারণে ডাটা-এন্ট্রি সংক্রান্ত নির্দেশ খুব সহজ হবে। ডাটা এন্ট্রি বিকেন্দ্রীকরণের ফলে, এই সিস্টেম যখন এক জেলার বদলে অন্যান্য জেলাতেও চালু হবে তখন তা সহজেই কপি করে অন্যান্য স্থানে স্থাপন (install) করা হবে। ডাটা এন্ট্রির জন্যে ওসিএসি স্থানীয় ডাটা-এন্ট্রি হাউসগুলোর সাথে চুক্তি করছেন।

প্রজেক্টের হার্ডওয়্যার হিসেবে আই,বি,এম, কম্প্যাটিবল পিসি এক্স-টি/এটি জিআইএসটি টেকনোলোজীসহ ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এব্যাপারে ওসিএসি পুনাস্থ সিডিএসি (Centre for Development of Advance Computing) এর সহযোগিতা গ্রহণ করছে।

পুরো প্রজেক্টটি আপাততঃ ২ টি তহশীলে প্রায় সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পথে। এর পরপরই অন্যান্য তহশীল গুলোতেও অচিরেই পাটওয়ারী সিস্টেম চালু হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সম্পূর্ণ সিস্টেমটি উড়িষ্যায় সংস্থাপিত হয়ে যাওয়ার পর ভূমি তথ্য প্রশাসনে সেখানে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে এবং এতে উপকৃত হবে দেশের শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ। উড়িষ্যার অভিজ্ঞতা ভারতেতো বটেই অন্যান্য স্থানেও পথিকৃত হিসেব কাজ করবে। •

AT THE START OF A CAREER IN THE COMPUTER FIELD ICBE COMPUTER TRAINING PROGRAMS CAN BOOST YOU AHEAD OF COMPETITION

COMPUTER TRAINING PROGRAMS
FROM
Association of
COMPUTER PROFESSIONALS (U.K)

1. Certificate in Computer Programming.
2. Diploma in Computer System Design.
3. Advanced Diploma in Computer Studies.
4. Word Processing Certificate.
5. Secretarial Computer Operating Certificate.
6. Computer Literacy.

UNIVERSITY OF LONDON

GCE "O" LEVEL COMPUTING STUDIES

REGULAR COURSES :

1. WORD PROCESSING USING WORDPERFECT 5.1/WORDSTAR.
2. DATABASE MANAGEMENT USING dBASE III PLUS.
3. ADVANCED dBASE III Plus Programming.
4. SPREADSHEET ANALYSIS USING LOTUS 1-2-3.
5. COMPUTERISED ACCOUNTING.

ICBE INSTITUTE OF COMPUTER & BUSINESS EDUCATION
23, MIRPUR ROAD, DOZA MANSION, OPPOSITE DHAKA COLLEGE, DHAKA-1205. TEL: 86 18 50.

BCI
A Partner in your business & national Capital formation

- BCI is authorized for borrowing Taka 5 lacs and above to boost-up capital market as per Bangladesh Bank guidelines.
- A minimum of one thousand taka Investor's Account in any Branch of BCI can reach you at the Door-Step of Prosperity.
- BCI is giving a Minimum of Three Fold Loan Facilities in The Investor's Account for securities merchandising to help National Capital Formation

BCI's Wide Ranging Activities are :

- Industrial Investment
- Commercial Financing
- Securities Merchandising
- Securities Underwriting
- Investment Consultancy
- Sale and Consumer Financing
- Import Financing.

B C I money making team will bring you depth and diversity in financial services. your profit is B C I's concern.

bci Bangladesh Commerce & Investment Ltd.
A TRUSTED FINANCE HOUSE WITH EXPERT BANKERS
HEAD OFFICE : 19, Rajuk Avenue, Motijheel C/A Dhaka.